ইউনিট

২১

রাজনৈতিক দল– সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা

আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাজনৈতিক দল। দেশের ব্যাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপ রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পর্যন্ত সর্বত্রই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার মধ্যে বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল যে একটি অত্যাবশ্যক রাজনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও পরিবর্তনের সাথে দলীয় কার্যকলাপ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করা যায়। এই ইউনিটে রাজনৈতিক দল, উপ-দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, শ্রেণিযন্ত্র হিসেবে রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব, সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী, একদলীয়, দ্বি-দলীয় ও বহু দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের সাফল্যের শর্ত এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ : রাজনৈতিক দল, উপদল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাজনৈতিক দল ও উপদলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দল ও উপদলের পার্থক্য বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- স্বার্থ একত্রীকরণকারী হিসেবে রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

২১.১.১ রাজনৈতিক দল ও উপদল

রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে অভিন্ন মতামত পোষণ করে এবং সরকারি ক্ষমতা লাভের আশায় কর্মতৎপর থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দল এমন এক সুসংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা একটি রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে এবং সরকারি ক্ষমতা লাভ করে নিজেদের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে প্রয়াস পায়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কার্টার এবং হার্জ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "রাজনৈতিক দল হল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের মাধ্যম, ক্ষমতা লাভে সফল হলে তারা ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।"

এডমন্ড বার্ক জাতীয় স্বার্থের রক্ষক হিসেবে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, "রাজনৈতিক দল হল একটি সুসংগঠিত জনসমষ্টি, যারা কোন নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে।"

আর্নেষ্ট বার্কার রাজনৈতিক দলকে একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন সামাজিক আলোচনার সীমানার মধ্যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং সংহত মতামত ও ধারণা হিসেবে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক দল হল একটি সামাজিক সংগঠন যা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা সংগ্রহের সামাজিক ভান্ডারের ভূমিকা পালন করে। ঐ দল এমন একটি রাজনৈতিক মাধ্যম যার মাধ্যমে সামাজিক ভান্ডার থেকে সংগৃহীত ধ্যান-ধারণা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক যন্ত্রের চাকা সচল রাখে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এবং পরবর্তীকালে লেনিন সামাজিক পরিবর্তনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করেছেন।

লেনিন শ্রেণিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যমূলক, ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি হল রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণভাবে বলা যায় জনগণ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। রাজনৈতিক দলের দ্বারাই বর্তমান উন্নত দেশসমূহের জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়।

রাজনৈতিক দলকে কেবল সরকারী ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসুক সংগঠনরূপে গণ্য করলে ভুল করা হবে। রাজনৈতিক দল মূলত শ্রেণীচেতনা দ্বারা প্রণোদিত এবং শ্রেণি-স্বার্থ পরিপূরণের জন্য গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক দল বিদ্যমান রাষ্ট্র ক্ষমতা সংরক্ষণ অথবা তার ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের পথ ও প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

২১.১.২ ঃ রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে পার্থক্য

রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে অনেক সময় উপদল থাকে। এসব উপদলের সদস্যরা মূল দলের উদ্দেশ্যের পরিবর্তে নিজ স্বার্থ হাসিলের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায় :

(১) রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের অনুগামী, কিন্তু উপদল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী– অনেক সময় কোন কোন রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারি ক্ষমতা লাভ করার পর জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করে এর সমর্থকদের একটি অংশের বা উপদলের স্বার্থসিদ্ধি করে কুচক্রী দলে পরিণত হতে পারে।

(২) রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ব্যাপক, কিন্তু উপদলের কর্মসূচি সংকীর্ণ– রাজনৈতিক দল সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সর্বাধিক সংখ্যক জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে উপদল সংকীর্ণতায় ভোগে। এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে না। অথবা, জনসমর্থন লাভ করবার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি প্রচার করলেও ক্ষমতা লাভ করার পর সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে না।

(৩) রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মঙ্গলকামী কিন্তু উপদল স্বীয় সমর্থকদের স্বার্থ সিদ্ধি করে– রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের তথা জনসাধারণের মঙ্গলকামী সংস্থা। এটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধান করে জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল আনয়নের প্রচেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষা গ্রহণ করে। তারা রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু উপদলের এরূপ কোন কর্ম পরিকল্পনা থাকে না। এটি একদল লোক বা একটি গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য গঠিত। এটি রাষ্ট্র তথা জনসাধারণের নামে কতিপয় লোকের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এর নেতৃবৃন্দ ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্তে নিজের উন্নতির চিন্তা করে।

২১.১.৩ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

(ক) সংজ্ঞা ও অর্থ : রাজনৈতিক দলের ন্যায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বা উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বুঝার জন্য চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি এবং ভূমিকার বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে এমন এক সংস্থাকে বুঝায়, যা কিছুসংখ্যক সাধারণ স্বার্থে আবদ্ধ বেসরকারি লোকের সমন্বয়ে গঠিত, যারা রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে আইনসভার বাইরে থেকে সরকারি নীতিমালা গ্রহণ করে ঐসব সাধারণ স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎপরতা চালায়। অনেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে স্বার্থকামী গোষ্ঠী বলেও অভিহিত করেন। অধ্যাপক মাইনর ওয়েনারের মতে, "চাপ সৃষ্টিকারী বা স্বার্থকামী গোষ্ঠী বলতে এমন এক গোষ্ঠীকে বুঝায় যা স্বেচ্ছামূলক ভাবে সংগঠিত, যা সরকারি কাঠামোর বাইরে অবস্থান করে, সরকারি নীতিমালা গ্রহণ, পরিচালনা ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকে।"

আলফ্রেড গ্রজিয়ার মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে, এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী; যা সরকারকে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।" চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ তাদের পছন্দের দল বা ব্যক্তিকে অর্থ ও যানবাহন দিয়ে, প্রচারকাজে সাহায্য করে। তাদের পছন্দনীয় দল বা ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে আইন প্রণয়ন ও শাসন কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। প্রয়োজনবোধে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মিটিং, মিছিল ও শোভাযাত্রার সাহায্যে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

(খ) পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

(১) উৎপত্তিগত– প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উৎপত্তির সময় বিশেষ কোন মতাদর্শের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

(২) উদ্দেশ্যগত– রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বহুবিধ। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে দলের নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন করা। পক্ষান্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যবস্থাকে প্রতিহত করে গোষ্ঠীর অনুকূলে নিয়ে আসা।

(৩) সাংগঠনিক– রাজনৈতিক দল খুবই সুসংগঠিত। এর সদস্যপদ সবার জন্য খোলা কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংগঠন অনেক শিথিল। এর সদস্য সংখ্যা খুবই সীমিত।

(৪) আদর্শগত– রাজনৈতিক দলের আদর্শ ব্যাপক। এর নির্দিষ্ট আদর্শ থাকে এবং সে আদর্শকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে গোষ্ঠীর নিজস্ব কোন আদর্শ নেই। এটি সময় ও সুযোগমত অন্যের আদর্শ অনুসরণ করে।

(৫) সংহতির প্রশ্নে– রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর লোক থাকায় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংহতির প্রশ্ন বড় করে দেখা দেয়। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতির সমস্যা বড় একটা দেখা যায় না।

(৬) কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে– রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। জনসাধারণ রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত থাকে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সম্পর্কে জনগণ অবহিত থাকে না।

(৭) ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে– রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী এবং ক্ষমতা দখলের পর দলীয় নীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয় বরং এর উদ্দেশ্য হল সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার করা।

(৮) নির্বাচনে অংশগ্রহণের দিক থেকে– রাজনৈতিক দল একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নির্বাচনে নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে অবতীর্ণ হয় না। বরং অন্যের পক্ষে প্রচারাভিযান চালায়।

(৯) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে– অভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের অস্তিত্ব হেতু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যেকোনো বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে স্বাভাবিক কারণে রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজে সম্ভব হয় না।

(১০) সমঝোতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে– প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিভূ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ ধরনের সমঝোতা দেখা যায় না।

(১১) ব্যবস্থাগত দিক থেকে– রাজনৈতিক দল প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থাকে না।

উপসংহারে বলা যায় রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এক নয়, উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যামান। রাজনৈতিক দল প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। অপরদিকে একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কোন ক্রমেই রাজনৈতিক দল বলা যায় না। তবে অ্যালান বল বলেন, "স্বল্প উন্নত দেশে দলীয় ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য অনেক সময় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বেশ কষ্টকর।"

সার-সংক্ষেপ

একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল ব্যতীত কোন ঐক্যবদ্ধ নীতি, নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্বাচন কোনটাই সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে, দলের নীতি নির্ধারণ করে এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে। উপদল ও চাপসৃস্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। রাজনৈতিক দল জনগণের স্বার্থের জন্য জনমত সংগঠন করে এবং জনগণের দাবী দাওয়া তুলে ধরে। রাজনৈতিক দল জনমত গঠন করে প্রার্থী মনোনয়ন করে। তাদের নির্বাচনের জন্য প্রচারকার্য চালায় এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। সুতরাং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ?

ক. জাতীয় স্বার্থের বাস্তবায়ন
খ. নির্বাচনে অংশগ্রহণ
গ. স্বীয় সমর্থকদের স্বার্থসিদ্ধি
ঘ. স্বীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কি ?

ক. যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে একমত পোষণ করে
খ. যারা সরকারের নীতি নির্ধারণ করে
গ. যারা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে
ঘ. যারা রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে

পাঠ ২ : রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ– গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব, সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

২১.২.১ রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বিষয়টির আলোচনা বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে গুরুত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু তার বহু পূর্বেই প্রাচীন রাজনৈতিক দর্শনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিষয় পরোক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে। প্লেটো ও এরিস্টটলের লেখায়, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের চিন্ত ানায়করা নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ সঞ্চারের প্রয়াস চালিয়েছেন। তবে কোথাও 'রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় নি।

সামাজিকীকরণ দ্বারা এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝান হয় যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির মধ্যে সমাজ সম্পর্কে বিশেষ ভাবধারা, চিন্তা এবং মূল্যবোধ সঞ্চারিত করা হয়। সামাজিকীকরণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির একাত্মকরণ ঘটে। সুতরাং রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধ, মনোভাব ও চিন্তাধারার আলোকে দেশবাসীকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করার প্রক্রিয়া।

রবার্ট সিজেল এর মতে, "গতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রযুক্ত বিধি, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ সর্ম্পকে ধীরে ধীরে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ।"

রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং মূল্যবোধের প্রতীক। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দলের দৃষ্টিভঙ্গীও ঐ মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। দলের অন্যতম লক্ষ্য হল, নিজস্ব রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণের দ্বারা নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐ মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণ সঞ্চারিত করা। রাজনৈতিক দল এমন একটি সামাজিক কাঠামো যার পক্ষে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে বিপুল সংখ্যক মানুষকে জড়িত করা সম্ভব। তার মাধ্যমে একদিকে সংযোগ সাধন এবং অন্যদিকে অংশগ্রহণের মাত্রার প্রসার ঘটে। রাজনৈতিক কার্যাবলীতে উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক দল বিদ্যমান রাজনৈতিক মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস দৃঢ় করতে অথবা নতুন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সঞ্চারে সাহায্য করে। সুতরাং রাজনৈতিক দল দু'ভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে সাহায্য করে–একদিকে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তিকে দৃঢ় করে তার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে; অন্যদিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিদ্যমান কাঠামোর পরিবর্তন করে। ফ্যাসিবাদের মত সামগ্রিকতাবাদী ব্যবস্থায়, স্বৈরতন্ত্র এবং আধুনিক বহু উদারপন্থী রাষ্ট্রেও জরুরি অবস্থায় কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা এবং জনসংযোগ সাধনের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মূল্যবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দল কেবল একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাহনই নয়, ঐ সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের মাধ্যমরূপেও ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থানুকূল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সেই দায়িত্ব পালন করে।

২১.২.২ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত করলেও অত্যুক্তি হবে না। বার্কারের মতে, "আমরা যদি রাজনৈতিক দলকে যথার্থ বলে গ্রহণ করি তাহলে দলীয় ব্যবস্থাকেও আমাদের স্বীকার করতে হবে।" দলীয় ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে গণতন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংরক্ষণে রাজনৈতিক দল সক্রিয়

এবং গঠনমূলক ভুমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শক্তির মূল উৎস হল জনসাধারণের দ্বিধাহীন আস্থার মনোভাব। রাজনৈতিক দল গণসংযোগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুণাগুণের মূল্যায়নের সাহায্যে জনসাধারণের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার সক্রিয় উৎসাহদীপ্ত মানসিকভাবে সমৃদ্ধ জনমত। রাজনৈতিক দল জনসাধারণের সামনে তার কর্মসূচি ও মতামত উপস্থাপনের মাধ্যমে এই ধরনের জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ফলপ্রসূ ইতিবাচক সহযোগিতা দরকার, দরকার ঘনিষ্ট যোগাযোগের। রাজনৈতিক দল যোগাযোগের অন্যতম বাহন হিসেবে কাজ করে। ভি.ও.কী-এর মতে, "রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়েছে।" রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করে। রাজনৈতিক দল নেতা নিয়োগ ও নির্বাচনে সাহায্য দান, নীতি-নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা, রাজনৈতিক নেতা এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, মতৈক্য ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি এবং সামাজিক বিরোধ দূরীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সাধন, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ব্যবস্থা, রাজনৈতিক তথ্য প্রদান ইত্যাদি কাজও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের সাথে জড়িত। অনেকে মনে করেন আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল হল সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ রাজনৈতিক সংস্থা। গণতন্ত্র কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না, তার জন্য প্রয়োজন নাগরিকের উন্নতমানের চেতনাবোধ ও উৎকর্ষতা। রাজনৈতিক দল আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিকদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সহায়তা করে। রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব রক্ষা করে।

২১.২.৩ সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

সমাজতন্ত্রবিদদের মতে, শোষণ জর্জরিত মানুষকে সার্বিক দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার নাম সমাজতন্ত্র। সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। একমাত্র শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতন্ত্রেই অর্থনৈতিক সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এটা পুঁজিপতিদের সমাজ ব্যবস্থা নয়। মার্কসবাদী দল গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটায়। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যেক শ্রেণির সামাজিক মর্যাদা ও ভূমিকা তার অর্থনৈতিক অবস্থানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শোষিত সমাজ ব্যবস্থায় শোষক ও শোষিত শ্রেণির অবস্থানের ফলে তাদের পরস্পর বিরোধী শ্রেণি স্বার্থকে রক্ষার জন্য পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসীদের সমন্বয়ে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। এখানে বিরোধী দল গড়ে উঠতে দেওয়া হয় না।

সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় এবং দলীয় সংগঠনের নিম্নস্তর থেকে শীর্ষস্তর পর্যন্ত নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। রাজনৈতিক দলই সরকার। রাজনৈতিক দলের যিনি প্রধান তিনিই সরকারের মুখ্য পরিচালক। দলীয় প্রধানের নির্দেশে শাসন সংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও সরকার এক ও অভিন্ন। কোনটিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না।

২১.২.৪ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইসের মতে, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী দুটি– (ক) নিজেদের নীতি প্রচার করা এবং (খ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে লর্ড ব্রাইসের দুটি কাজই যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তাকে নিচের কাজগুলোও সম্পাদন করতে হয় :

(১) সমস্যা নির্ধারণ– আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা জটিল, এবং বিচিত্র ধরনের। এসব সমস্যা নির্ণয়, এগুলোর মধ্যে কোন সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন এবং সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(২) নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন– দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো, সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই নিজস্ব দলীয় কর্মসূচি ও নীতি নির্ধারণ করে।

(৩) জনমত গঠন– দলীয় কর্মসূচি ও নীতি প্রচার করে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সভা সমিতিতে বক্তব্য প্রদান, রেডিও-টেলিভিশন ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজস্ব কর্মসূচির সমর্থনে ব্যাপক প্রচার কার্য চালায় এবং জনমত সংগঠনে চেষ্টা করে।

(৪) প্রার্থী মনোনয়ন– নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন করে। সবদিক বিবেচনা করে যোগ্য ও সৎ লোকদেরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

(৫) সরকার গঠন– রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান লক্ষ্য হল নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল ও সরকার গঠন। প্রার্থী মনোনয়নের পর রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ নীতি ও কর্মসূচি এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কার্য চালায়।

(৬) বিরোধী দলের ভূমিকা পালন– গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করার পর অন্যান্য দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল থাকায় সরকার গণবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

(৭) জনমতের বাস্তব রূপ প্রদান– দলীয় ব্যবস্থা থাকায় জনমত বাস্তবরূপ লাভ করে। কারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে রাজনৈতিক দলগুলো জনমতের স্বপক্ষে সরকার পরিচালনা করে থাকে।

(৮) শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন– দলীয় ব্যবস্থা থাকায় নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তন করা যায়। সরকার পরিবর্তনের জন্য কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।

(৯) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন– দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভবপর। দলীয় শৃঙ্খলার ফলে দলের মনোনীত ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকে।

(১০) জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি– রাজনৈতিক দলগুলো বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ফলে জাতীয় একমত্য সৃষ্টি হয়।

(১১) স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান– রাজনৈতিক দলই জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে। যেমন– বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্বদান করে আওয়ামী লীগ।

(১২) সরকারের সমালোচনা– বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের নীতি ও কার্যাবলীর প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে এবং গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারে। একথা সত্য যে বিরোধী দলের ভূমিকাই সরকারকে জনস্বার্থের প্রতি সচেতন করে তোলে এবং এর ফলেই জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে তৎপর হয়।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক রাজনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাসহ সকল ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকার বিভিন্নতা থাকতে পারে। তথাপি রাজনৈতিক দল যে একটি অত্যাবশ্যক রাজনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও পরিবর্তনের সাথে দলীয় কার্যকলাপ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। যেমন– সরকার গঠন, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক সংযোগ সাধন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা সাধন ইত্যাদি। এককথায় বলা যায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী বহুমুখী। আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক বিকাশের মাধ্যম। রাজনৈতিক দল একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য সংগঠন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেশের আর্থ সামাজিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়কে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল কি করে ?
ক. জনমত গঠন করে
খ. নিজস্ব দলীয় কর্মসূচি ও নীতি নির্ধারণ করে
গ. প্রার্থী মনোনয়ন করে
ঘ. সরকার গঠন করে

২। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে সরকারকে জনস্বার্থের প্রতি সচেতন রাখে ?
ক. সংযোগ সাধন করে
খ. ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে
গ. সমালোচনা করে
ঘ. নেতৃত্ব দান করে

৩। রাজনৈতিক দল কাদের মধ্যে নিজস্ব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত করতে চায় ?
ক. নাগরিক
খ. দলীয় কর্মী
গ. রাজনীতিবিদ
ঘ. অন্যান্য দল

পাঠ ৩ : রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন-রূপ– একদলীয়, দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- একদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ বলতে পারবেন।
- দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২১.৩.১ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

সাধারণত রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। যথা– (১) একদলীয় ব্যবস্থা, (২) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ও (৩) বহু-দলীয় ব্যবস্থা।

২১.৩.২ একদলীয় ব্যবস্থা

একদলীয় ব্যবস্থা কি এবং এর গুণ ও দোষ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল

(ক) সংজ্ঞা

যখন রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটিমাত্র দল থাকে। এ ধরনের ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকে। কোন দলের উদ্ভব হলে তা উৎপাটন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট এবং জার্মানীর নাৎসী দল এই ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রধান সাধারণত সরকার প্রধান হন।

(খ) একদলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) ঐক্য প্রতিষ্ঠা– একদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের একতা বিধান করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন রকম দ্বি-মত থাকে না।

(২) দ্রুত সিদ্ধান্ত– দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একদলীয় ব্যবস্থা উপযোগী।

(৩) দলীয় শৃঙ্খলা– একদলের মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন রকম দল থাকলে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ দেখা দেয়।

(৪) কলহ রোধ– রাজনৈতিক কলহ একদলীয় ব্যবস্থায় থাকে না বললেই চলে। কঠোরভাবে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়।

(গ) একদলীয় ব্যবস্থার দোষ

(১) অগণতান্ত্রিক– একদলীয় ব্যবস্থার যত গুণই থাক না কেন এটা সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক। এ ব্যবস্থায় সমালোচনা করার কোন অধিকার কারও থাকে না।

(২) অধিকার খর্ব করে– একদলীয় ব্যবস্থায় জনগণের প্রায় সকল মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়।

(৩) একদলীয় ব্যবস্থা স্বৈরাচারের পৃষ্ঠপোষক– এই ব্যবস্থায় ভিন্নমত ও দলকে নির্মমভাবে নির্মূল করে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৪) একদলীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী– এই ব্যবস্থায় সকলকে দলের নির্দেশ ও আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে চলতে হয়। "মান্য কর এবং কাজ কর", একদলীয় ব্যবস্থার অন্যতম নীতি। ফলে নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

(৫) সুগঠিত জনমত সৃষ্টি হয় না– একদলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন কলাকৌশলে শাসক গোষ্ঠী জনমত গঠিত হতে দেয় না।

(৬) চরম দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে– একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রধান চরম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। দেশে বিরোধীদল না থাকায় ও দমননীতির কারণে কেউ শাসক দলের সমালোচনা করতে পারে না। ফলে অধিকাংশ সময়েই দলীয় প্রধান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ চরম দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে থাকে।

২১.৩.৩ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

(ক) দ্বি–দলীয় ব্যবস্থা কি

দেশে মাত্র দু'টি দল থাকলে তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে। একটি দল সরকার গঠন করে এবং অন্যদল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় না। এমনকি বৃটেনে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল প্রধান দল হলেও সেখানে উদারনৈতিক দল ও সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ঘটেছে। তবে প্রকৃতিগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে দ্বি-দল ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। কারণ অন্যান্য দলের সমর্থকসংখ্যা নগণ্য। ফ্রান্সে প্রথমে একটি দল থাকলেও বর্তমানে অনেক দলের জন্ম হয়েছে।

(খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) সরকার পরিচালনার সুবিধা– দেশে মাত্র দু'টি দল থাকলে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। একটি দল সরকার গঠন করে এবং অন্য দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে সরকার পরিচালনায় জটিলতা কম।

(২) স্থায়ী সরকার– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সরকার স্থায়ী হয়। দুটি দল মিলেমিশে দেশ শাসনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না।

(৩) পছন্দমত ভোট প্রদান– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় জনগণ তাদের পছন্দমত ভোট প্রদান করতে পারে। এই ব্যবস্থায় জনগণ দুটি দলের প্রার্থীকে সহজে যাচাই করে যাকে খুশি তাকে ভোট দিতে পারে।

(গ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষ

(১) জনমতের প্রতিফলন ঘটে না– যদি দু'টি দলের মাঝে নীতি ও আদর্শগত দিক থেকে সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব থাকে তাহলে জনগণ আর অন্য কোন বিকল্প পথ খুঁজে পায় না। সেক্ষেত্রে তাদের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না।

(২) স্বৈরাচারী সরকার– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে স্বৈরাচারী হতে পারে। অনেক সময় বিরোধী দলের দুর্বলতার কারণে নিজেদের ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন ও বাতিল করতে পারে।

(৩) ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ মাত্র দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় জনগণ তাদের পছন্দমত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

(৪) সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন হয় না– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কারণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দু'টি মাত্র দল থাকায় তা সম্ভব হয় না।

২১.৩.৪ বহুদলীয় ব্যবস্থা

(ক) সংজ্ঞা

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লাড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে 'বহুদলীয় ব্যবস্থা' বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য অনেক সময় সমমনা দলগুলির সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সরকার' গঠিত হয়। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এরূপ বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

(খ) বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) এই ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা– বহু দলীয় ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। জনগণ ইচ্ছামত যেকোনো দলকে সমর্থন করে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে।

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না– বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে কোন দলই এককভাবে প্রাধান্য প্রতিষ্টা করতে পারে না, তাছাড়া কোন দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকলেও ব্যাপক জনসমর্থন লাভের মাধ্যমে স্বৈরশাসন চালাতে পারে না।

(৩) রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে– এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নীতি ও আদর্শ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারে। জনগণ রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন আদর্শের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার পর নিজস্ব মতামত নির্ধারণ করে। এতে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষার পথ সুগম হয়।

(৪) সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ– বহুদলীয় ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের সুবিধা লাভের জন্য দল গঠন করতে এবং একত্রিত হয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে।

(৫) জনপ্রিয় সরকার গঠন– বহু দলীয় ব্যবস্থায় কয়েকটি দল মিলিত হয়ে যৌথভাবে সরকার গঠন করতে পারে। এতে করে দেশের বিভিন্ন দলের জনপ্রিয় নেতাদের সমন্বয়ে সরকার গঠনের সুবিধা পাওয়া যায়।

(গ) বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ

(১) সুস্থ সরকার গঠনে অসুবিধা ঃ বহু দলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি দল সহজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। অধিকাংশ সময়ই কয়েকটি দল মিলিত হয়ে সম্মিলিত সরকার গঠন করে। সম্মিলিত সরকার ব্যবস্থা দুর্বল সরকার। সুস্থ ও সবলভাবে এই ধরনের সরকার কাজ করতে পারে না। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। কোন না কোন সময়ে দলসমূহের মধ্যে মতাদর্শের পার্থক্য দেখা দেয় এবং সরকার ভেঙ্গে পড়ে।

(২) বহু দলীয় ব্যবস্থা বহুমতে বিশ্বাসী– বহুদলীয় ব্যবস্থায় বহু মতের ভিড়ে জাতি কৃত্রিমভাবে বহু মতে বিভক্ত হয়। বহু মতের প্রবাহে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

(৩) ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা– এই ব্যবস্থায় প্রায়ই ক্ষমতা দখলের নোংরা প্রতিযোগিতা চলে। ফলে রাজনীতির সামান্যতম পবিত্রতা থাকে না।

(৪) প্রতিনিধি নির্বাচনের অসুবিধা– বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রার্থীর সংখ্যা বেশি থাকার কারণে ভোটারগণ সঠিকভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না।

(৫) স্বজনপ্রীতির আশ্রয় কেন্দ্র– ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য দলের সমর্থকদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ফলে দল দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত হয়।

(৬) রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়– বহু দলীয় ব্যবস্থায় বহু মতের কারণে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিনষ্ট হয়। এই সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের জন্য এগিয়ে আসে।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক দলকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– একদলীয়, দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয়। একদলীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। যেমন– ইতালীর ফ্যাসিষ্ট দল। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল থাকে। বৃটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। বহুদলীয় ব্যবস্থায় একটি রাষ্ট্রে বহু দল থাকে। যেমন– বাংলাদেশ। এক দলীয় ব্যবস্থায় জনমত প্রকাশের সুবিধা থাকে না। যেখানে দুটি সুসংহত ও পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল আছে সেখানে ভাল রাজনৈতিক পরিবেশ থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে বর্তমানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এত সমস্যা থাকে যে, শুধু একটি বা দুটি দল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এ জন্য দরকার বহুদলীয় ব্যবস্থা। গণতন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বহুদলীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত আবশ্যক। তবে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলে তা গণতন্ত্রের জন্য হয় হুমকিস্বরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে একদলীয় ব্যবস্থা চালু ছিল ?

ক. আমেরিকা খ. ইংল্যান্ড

গ. ভারত ঘ. ইতালী

২। বৃটেনের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের নাম কি ?

ক. ডেমোক্রেটিক দল ও কংগ্রেস খ. রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল

গ. রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক ঘ. রিপাবলিকান দল ও কংগ্রেস

৩। নিম্নের কোনটি এক দলীয় ব্যবস্থার গুণ ?

ক. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে খ. স্বৈরাচার কায়েম হয়

গ. ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দেয় ঘ. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়

পাঠ ৪ ঃ দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার তুলনা, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের সাফল্যের শর্ত ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সমস্যা।

উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠ শেষে আপনি–

- দ্বি-দলীয় ও বহু দলীয় ব্যবস্থার পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের সাফল্যের শর্তাবলী বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সমস্যাবলী চিহ্নিত করতে পারবেন।

২১.৪.১ দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার তুলনা

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল থাকে। কোন রাষ্ট্রে মাত্র দু'টি রাজনৈতিক দল থাকলে তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। আবার কোন রাষ্ট্রে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং কতিপয় ক্ষুদ্র দল থাকলে তাকেও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলা যায়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই দেশগুলোতে দুয়ের অধিক রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকটিতে মাত্র দুটি করে প্রধান রাজনৈতিক দল আছে বলে এদের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলা হয়।

বর্তমানকালে দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নিচে এদের তুলনামূলক আলোচনা করা হল–

(ক) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় মাত্র দুটি দলের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে দলীয় কর্মসূচির সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা এবং স্পষ্ট কর্মসূচির রূপরেখা পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থায় দু'য়ের অধিক দলের প্রাধান্য দেখা যায়। বহু দলের কর্মসূচির ভিড়ে সবকিছু গোলমাল হয়ে যেতে পারে।

(খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্থায়ী হয়। কারণ যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলই সরকার গঠন করে। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রায়ই কোন একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না বলে সরকার স্থায়ী হতে পারে না। কয়েকটি দল একত্রিত হয়ে যেকোনো সময় সরকারের পতন ঘটাতে পারে।

(গ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সুস্থ রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থা বিভ্রান্ত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

(ঘ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মূল্যবোধের যথেষ্ট অনুশীলন দেখা যায়। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। শঠতা, প্রতারণা দলীয় কোন্দল, অতিরাজনীতি করণ ইত্যাদি বহুদলীয় ব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা শাসন পরিচালনার জন্য সুবিধাজনক। কারণ এতে একদল ক্ষমতায় থাকে এবং অপরটি বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বহু-দলীয় ব্যবস্থায় এরূপ সুবিধা থাকে না।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা উত্তম বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংসদীয় পদ্ধতিতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ফলে যেকোনো একটি দল আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে। এতে একটি দলের পক্ষে সরকার গঠন করা সুবিধাজনক হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। এর ফলে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। এ ধরনের সরকার দুর্বল হয় এবং সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতিতেও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা উত্তম। কারণ এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হতে পারে এবং আইন পরিষদে তার দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলে আইন প্রণয়ন করতে সুবিধা হয়। এর ফলে সরকার বেশি সাফল্য লাভ করতে পারে।

২১.৪.২ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের সাফল্যের শর্তাবলী

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতন্ত্রের কৃতকার্যতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের কৃতকার্যতার উপর। রাজনৈতিক দল

যদি গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষাকবচ না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের কৃতকার্যতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রয়োজন

(১) সহিষ্ণুতা– রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহিষ্ণুতার মনোভাব থাকা উচিত। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন। ক্ষমতাসীন দলের এই মানসিকতা থাকা উচিত যে, বিরোধী দল তাদের কিছু কাজের সমালোচনা করবে। আবার বিরোধী দলেরও মেনে নিতে হবে যে, ক্ষমতাসীন দল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে এবং তাদেরকে অধৈর্য হলে চলবে না। অযথা পরস্পরের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, গালাগালি ও অশ্লীল বাক্য বিনিময় না করা বাঞ্ছনীয়।

(২) অসাম্প্রদায়িকতা– সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলে তা দেশের জন্য মঙ্গলকর হয় না। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা দিতে পারে। সংকীর্ণ মনোভাব সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের অনুকূল নয়।

(৩) আদর্শ নেতৃত্ব– দলসমূহের নেতা হবেন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। দলের নেতা যদি আদর্শবান না হয় তাহলে অন্য কর্মীরাও আদর্শবান হয় না। ফলে দল হয় আদর্শ বিচ্যুত।

(৪) জাতীয় স্বার্থে একমত হওয়া– রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত নানারকম বিভেদ থাকতে পারে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে তাদেরকে একমত হওয়া প্রয়োজন। কোন দল ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি বেশি মনোযোগী হলে সে দল প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দল হতে পারে না।

(৫) ক্ষমতাসীন দলের সহযোগিতা– ক্ষমতাসীন দলের সহযোগিতা না পেলে সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করতে পারে না। ক্ষমতাসীন দল যদি নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং কিছু দলের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে তাহলে সুন্দর, সুস্থ ও স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

(৬) সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ না থাকা– অনুন্নত দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে কিছু রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। অনেক সময় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা সুযোগমত দল গঠন করে। সে সব দলের পিছনে থাকে সেনাবাহিনীর গোপন সমর্থন। অথচ ভাল রাজনৈতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। তাদের অযথা হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

(৭) সরকারি কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা– রাষ্ট্রে সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য স্থায়ী সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের সহযোগিতা ছাড়া দেশ চলতে পারে না। অধ্যাপক অর্গ–এর সংজ্ঞানুসারে সরকারি কর্মকর্তাদের অরাজনৈতিক হওয়া আবশ্যক। সরকারি কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক ব্যক্তিতে পরিণত হলে তা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য কল্যাণকর হয় না। তাদের উচিত কোন দলের সমর্থকে পরিণত না হয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা।

(৮) স্বজনপ্রীতি পরিহার– দলীয় স্বজনপ্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা পরিহার করা উচিত। কোন দলকেই বিদেশী আদর্শপুষ্ট হয়ে বিদেশী শক্তির লেজুড়বৃত্তি করা চলবে না।

উপরিউক্ত শর্তগুলো অনুশীলন করলে যেকোনো দেশেই রাজনৈতিক দল সফল ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

২১.৪.৩ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সমস্যাবলী

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের আদর্শকে সফলভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেকোনো ধরনের মত, পথ ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারে। যেকোনো গোষ্ঠী বা দল প্রচলিত বিধির আওতায় নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যেকোনো রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ২০০৮ অনুযায়ী সকল রাজনৈতিক দলকে বাধ্যতামূরকভাবে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হতে হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে অথবা যেকোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে জোট গঠন করতে পারে। তবে বাংলাদেশের সকল শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে করে যে, বর্তমানে বিরাজমান এত অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল কোন দেশের জন্য সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ হতে পারে না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে এ দলগুলো বিভিন্ন রকম। যেমন– রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি। এদেশে অনেক রাজনৈতিক দল আছে যারা কোন পরিবর্তন চায় না। ধনিক শ্রেণি নিয়ে তাদের দল গঠিত। তারা পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল। এই দল-গুলোর সমর্থকগণ রক্ষণশীল। আবার কতগুলো দল আছে যারা বর্তমান সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়তে চায়। এই দলের সমর্থকগণ প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত। এখানে আরও কতকগুলো দল আছে যারা তত্ত্বে প্রগতিশীল কিন্তু বাস্তবে প্রগতিকে প্রতিরোধ করতে চায় এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে সমস্ত সমস্যার মূল সমাধান বলে বিশ্বাস করে। এরূপ দলের সমর্থকগণ প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে পরিচিত। এছাড়া দল ভেঙ্গে নতুন দল গঠন করা, এক দল থেকে অন্য দলে যোগদান করা, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলে যোগদান করার প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে দল ব্যবস্থা নেতাকেন্দ্রিক। নেতার অনুপস্থিতিতে দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। স্তরে স্তরে সুযোগ্য নেতার অভাব এবং বিকল্প নেতার আবির্ভাব এখানে প্রকট। এদেশে দলীয় ব্যবস্থা শতধা বিভক্ত। ফলে সব দলই এখানে নেতৃত্বের শীর্ষে অবস্থান করতে চায়।

বাংলাদেশে দল ব্যবস্থা শহরকেন্দ্রিক। খুব কমসংখ্যক দল আছে যাদের সংগঠন পল্লী অঞ্চলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাছাড়া মূল্যবোধ বিবর্জিত কিছু কিছু রাজনৈতিক দল দেখা যায় । শঠতা, প্রতারণা, গলাবাজি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এসব রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো যদি সহনশীলতার পরিচয় দেয়, সুস্থ মানসিকতা গড়ে তুলে জনমতের প্রাধান্য দেয়, অস্ত্রের হুমকি ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা না দেখিয়ে মানুষ ও মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি ও আদর্শ গ্রহণ করে, তাহলে রাজনৈতিক দল সমাজ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রাজনৈতিক দলের সফলতার জন্য রাষ্ট্রের সরকারি কর্মচারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। সরকারকে নমনীয় হতে হবে। রাজনৈতিক দলকে বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা প্রদান করা উচিত। সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভাব গড়ে উঠে তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল সফলতা অর্জন করতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতিতে যেকোনো একটি দল আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে। এই দলের পক্ষে সরকার গঠন করা সুবিধাজনক হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। এর ফলে সম্মিলিত যে সরকার গঠিত হয় তা সাধারণত দুর্বল হয়। গণতন্ত্রের কৃতকার্যতা নির্ভর করে সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, আদর্শ নেতৃত্ব, জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদির উপর। এগুলো ঠিকমত কার্যকরী হলে রাজনৈতিক দল সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সমস্যা হচ্ছে সঠিক নেতৃত্বের অভাব, একতার অভাব, দলত্যাগের প্রবণতা ইত্যাদি। অন্যদিকে সরকারও বিরোধী দলকে নমনীয় চোখে দেখে না। সরকার ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে যদি সহমর্মিতার ভাব গড়ে উঠে তাহলে রাজনৈতিক দল সফলতা অর্জন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যে রাজনৈতিক দল কোন পরিবর্তন চায় না তাকে কি ধরনের দল বলে ?

ক. উদারপন্থী খ. প্রতিক্রিয়াশীল
গ. রক্ষণশীল ঘ. প্রগতিশীল

২। ভারতে কোন ধরনের রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা রয়েছে ?

ক. একদলীয় খ. বহুদলীয়
গ. দ্বি-দলীয় ঘ. তিন দলীয়

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দল কাকে বলে ? –২১.১.১
২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে ? –২১.১.৩ (ক)
৩। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কি ? –২১.২.১
৪। একদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে ? –২১.৩.২ (ক)
৫। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে ? –২১.৩.৩ (ক)
৬। বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে ? –২১.৩.৪ (ক)

রচনামূলক

১। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য দেখান। –২১.১.৩
২। শ্রেণিযন্ত্র হিসেবে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থ একত্রীকরণ হিসেবে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করুন। –২১.১.৪ ও ২১.১.৫
৩। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী বিস্তারিত আলোচনা করুন। –২১.২.৪
৪। সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব আলোচনা করুন। –২১.২.৩
৫। বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ আলোচনা করুন। –২১.৩.৪(ক) ও ২১.৩.৪(গ)
৬। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের শর্তাবলী আলোচনা করুন। –২১.৪.২
৭। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সমস্যাবলী আলোচনা করুন। –২১.৪.৩

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ক, ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। খ, ২। গ, ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ঘ, ২। খ, ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। গ, ২। খ